শিল্পী আজগর আলীমের সাক্ষাতকার

সাক্ষাতকার গ্রহণেঃ নাসিমা আখতার

বাংলাদেশ কমিউনিটি কাউন্সিলের আমন্ত্রণে স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ মেলায় সংগীত পরিবেশনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি সিড্‌নীতে এসেছিলেন শিল্পী আজগর আলীম। তিনি বাংলাদেশের মরমী শিল্পী প্রয়াতঃ জনাব আব্দুল আলীমের কৃতী সন্তান ও সুযোগ্য উত্তরসূরী। ইউনেস্কো কালচার এ্যাওয়ার্ডসহ একাধিক আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। সিড্‌নীতে অবস্থানকালে অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র এই গুণী শিল্পীর সাথে আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল। তাকে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। তার সহজ সরল উত্তরগুলো আমার ভাললেগেছে। আশাকরি আপনাদেরও ভালোলাগবে।

প্রশ্নঃ অস্ট্রেলিয়াতে কি এই প্রথম আপনার গান গাইতে আসা, নাকি এর আগেও এসেছেন?

উত্তরঃ জ্বীনা, অস্ট্রেলিয়াতে আমার এটাই প্রথম গান গাইতে আসা। তবে ভবিষ্যতে আবারও আসার আমন্ত্রণ পেলে আমি আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করবো।

শিল্পী আজগর আলীমের সাথে নাসিমা আক্তার

প্রশ্নঃ শিল্পী আব্দুল আলীম ও বাবা আব্দুল আলীম- এই দুই সত্তার মধ্যে কোন্‌টি আপনার কাছে বেশী প্রিয়?

উত্তরঃ সবার বাবাই যেমন সন্তানদের কাছে প্রিয়, আমার বাবাও তেমনি আমার কাছে প্রিয়। কিন্তু এরও উর্ধ্বে একজন বড় মাপের শিল্পী হিসাবে আমার বাবা আমার কাছে বিশেষ সম্মানের পাত্র ও শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিত্ব। এমন একজন বড় শিল্পীর সন্তান হওয়ায় সত্যিই আমি গর্বিত!

প্রশ্নঃ আপনার শিল্পী জীবনে এ পর্যন্ত কোন্ কোন্ দেশে আপনি সংগীত পরিবেশন করতে গেছেন?

উত্তরঃ আমি কয়েকটি দেশে সংগীত পরিবেশন করেছি। তার মধ্যে লন্ডনে দু'বার গিয়েছি বাংগালীদের আমন্ত্রণে। তারপর দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনেও আমি সংগীত পরিবেশন করেছি। এছাড়াও ভারত, থাইল্যান্ড ও হংকং-এর বিভিন্ন জায়গায় আমি অনুষ্ঠান করেছি।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের বর্তমান সাংস্কৃতিক জগতে লোকগীতি বা পল্লীগীতির অস্তিত্ব কতোটুকু হুমকির সম্মুখীন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ বর্তমানে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাতে আমার আশংকা, ভবিষ্যতে লোকগীতির প্রসার আরো কমে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব-ই হয় তো আর থাকবে না। কারণ এখন যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের যে মাটির গান, অর্থাৎ লোকগীতি, তা হারিয়ে যাচ্ছে। তবে বিটিভি-সহ আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত প্রচার মাধ্যম রয়েছে, তারা যদি এগিয়ে আসে, তবেই রক্ষা। ইতিমধ্যে রেকর্ডকৃত লোক-সংগীতগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ, নতুন গানের সৃষ্টি ও আরো বেশী বেশী করে প্রচারণার মাধ্যমেই সাধারণ

মানুষের মাঝে আবার পল্লীগীতি জনপ্রিয় হোয়ে উঠবে এবং এভাবেই আমাদের এই অমূল্য দেশীয় সম্পদটি বিলীনতার হাত থেকে রক্ষা পাবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্নঃ কোন্ কোন্ ছায়াছবিতে আপনি প্লে-ব্যাক গান করেছেন?

উত্তরঃ প্লে-ব্যাক সিংগার হিসাবে প্রথমে আমি রংগীন রূপবানে কণ্ঠ দেই। এরপর রংগীন বেহুলা ছায়াছবিতে আমি কণ্ঠদান করি।

প্রশ্নঃ বর্তমানে আপনাদের পরিবার সাংস্কৃতিক জগতের সাথে কতোটুকু জড়িত?

উত্তরঃ আমাদের পরিবারে আমরা সাত ভাই-বোন, তিন ভাই ও চার বোন। সবাই আমরা গান করি। ছয় ভাইবোন গান করি, আর আমার যে ছোটো ভাই রয়েছে, হায়দার আলীম, সে একজন তবলা-বাদক। সেও বিভিন্ন দেশ থেকে ঘুরে এসেছে তবলাবাদক হিসাবে। আমাদের তিন বোন পল্লীগীতি গেয়ে থাকে। আর যে ছোটো বোন আছে, সে আধুনিক গান গায়। আর আমি তো পল্লীগীতি গাই, বড় ভাইও পল্লীগীতি গান।

প্রশ্নঃ সিড্নী কেমন লাগলো?

উত্তরঃ আমি গত তেইশে মার্চে সিড্নীতে এসেছি। পঁচিশে মার্চ তারিখে বাংলাদেশ কমিউনিটি কাউন্সিল এর উদ্যোগে আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের ওয়াইলী পার্কে একটি আনন্দ মেলায় আমার সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। এর পরপর-ই সিড্নীতে আমার আরো দু'টি একক সংগীতানুষ্ঠান হয়েছে। এখানে এসে আমার খুব-ই ভালো লেগেছে। অনেক বাংলাদেশী ভাইবোনের সাথে আমার দেখা হয়েছে এবং আমি এখানে অনেকগুলো গান পরিবেশন করেছি। তাঁরা আমার গান পছন্দ করেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। আমি তাঁদের কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি, যা আমি বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে বলতে পারবো। এটা আমার অনেক বড় পাওয়া।

প্রশ্নঃ আমরা ধরেই নিচ্ছি যে, সংগীতে আপনার হাতে-খড়ি আপনার বাবা পল্লীগীতির সম্রাট মরমী শিল্পী জনাব আবদুল আলীমের কাছেই হোয়েছিলো। কিন্তু এছাড়াও আর কারো কাছে কি আপনি তালিম নিয়েছেন?

উত্তরঃ বাবার কাছেই আমার হাতে-খড়ি হয়। উনার কাছে আমি পল্লীগীতি শিখি। বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি ওস্তাদ আমানুল্লাহ্ খান সাহেবের কাছে কিছুদিন ক্ল্যাসিক্যাল শিখেছিলাম। পরবর্তীতে ১৯৮০-৮১ সালের দিকে আমি ওস্তাদ আখতার সাদমানী সাহেবের কাছে উচ্চাংগ সংগীতে তালিম নিয়েছিলাম।

প্রশ্নঃ শিল্পীর মূল্যায়ণ প্রসংগে কিছু বলবেন কি?

উত্তরঃ শিল্পীর সঠিক মূল্যায়ণ হয় না, আপনারা তা জানেন। বেঁচে থাকা অবস্থায় একজন শিল্পী উপযুক্ত সম্মান পান না। কিন্তু যখন তিনি মারা যান, তার পরেই দেখা যায় বিভিন্ন আলোচনা-সভা, বিভিন্ন শোক-সভা, তাঁর গুণগান, ইত্যাদি শুরু হয়। কিন্তু শিল্পী যখন বেঁচে থাকেন, তখন তাঁর সেই গুণের কদর করা হয় না। আমি মনে করি, সরকারী পর্যায়ে যা করা উচিত, সেটা আমাদের দেশে হয় না এবং হবে কিনা সেটাও আমি ঠিক বলতে পারবো না। যে দেশে শিল্পীর সঠিক মূল্যায়ণের অভাব রয়েছে, সে দেশে স্বভাবতঃই ভাল শিল্পী তৈরী হয় না।